তাওয়াক্কুল

ইউসুফ আল কারজাভি

অনুবাদ : মহিউদ্দিন কাসেমী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদি ধারণা তাওয়াক্কুল। এই ধারণার সাথে মুসলিম মানস পরিগঠিত হয় এবং কর্মপ্রক্রিয়ায় তার সরাসরি প্রভাব পড়ে। তাওয়াক্কুল বলতে আমরা 'আল্লাহর ওপর আস্থা ও নির্ভরতা' বুঝি। আমাদের জীবনের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তসমূহকে মেনে নিয়ে অব্যাহতভাবে কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই তাওয়াক্কুল; যা জীবনসংগ্রামে চ্যালেঞ্জ উতরে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার অন্যতম মহৌষধ।

পৃথিবীতে মুসলমানরাই কেবল এমন এক জাতি, যারা শ্রম ও প্রচেষ্টার সাথে একটা আধ্যাত্মিক স্পিরিট নিয়ে পথ চলে। তারা সকল শক্তির চেয়ে শক্তিমান এক আল্লাহর ওপর ভরসা করে। একজন মুসলমান কল্যাণকর সবকিছু অর্জনের নিমিত্তে সাধ্যমতো সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবে, আর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা ও আস্থা রাখবে। বিশ্বাস রাখবে—আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন, ফলাফল তা-ই হবে। আর তাতেই রয়েছে চূড়ান্ত বিচার-কল্যাণ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে কল্যাণ না-ও দৃশ্যমান হতে পারে।

তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী কখনো হতাশ হয় না, স্বপ্নভঙ্গে মুষড়ে পড়ে না। বিপদ-মুসিবতে, যুদ্ধ-সংকটে ঘাবড়ে যায় না। যেকোনো দুর্বিপাক-দুর্যোগে আল্লাহ তায়ালার ওপর দৃঢ় আস্থা রাখে। ঘোর অন্ধকারে প্রত্যাশা করে উজ্জ্বল সুবহে সাদিকের। জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নে সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না। তাওয়াক্কুল এমন এক প্রতিষেধক, যা মুমিন জীবনকে হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত রাখে।

একই সঙ্গে তাওয়াক্কুল নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজমান। হাত-পা গুটিয়ে কেবলই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফয়সালার অপেক্ষা করাকেও তাওয়াক্কুল বলা হচ্ছে—যা দিনশেষে মুসলমানদের আনপ্রোডাক্টিভিটির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এসব ভ্রান্তির অপনোদন সময়ের অপরিহার্য দাবি। বর্তমান দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তক ইউসুফ আল কারজাভির লেখা *আত-তাওয়াক্কুল* গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক জনাব মহিউদ্দিন কাসেমী। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর ভরসা রেখে আমরা ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৫ ডিসেম্বর, ২০২০

অনুবাদকের কথা

তাওয়াক্কুল। সব ধরনের উপায়-উপকরণের সাহায্য নিয়ে আত্মাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে জুড়ে রাখার নাম তাওয়াক্কুল। মানবজীবন কত শত দায়িত্ব, কর্তব্য ও সিদ্ধান্তের সমাহার; যার কিছু থাকে ছোটোখাটো, কিছু থাকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু থাকে ঝুঁকিপূর্ণ। এসবের বাস্তবায়নে আমরা বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম ব্যবহার করি। মাধ্যম ব্যবহার করে কর্ম সম্পাদন মহান আল্লাহরই নির্দেশ। আল্লাহর ওপর ভরসা করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা তাওয়াক্কুল নয়; বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করার পাশাপাশি যথাযথ সকল বাহ্য উপায়-উপকরণের সাহায্য নেওয়াই হলো তাওয়াক্কুল।

তাওয়াক্কুল নবিগণের আদর্শ, মুমিনের অন্যতম গুণ, ঈমানের অপরিহার্য শর্ত। তাওয়াক্কুল মুমিন-হৃদয়ের প্রশান্তির অনুষঙ্গ, দয়াময়ের ভালোবাসা অর্জনের নিয়ামক।

> ‘আপনি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা করুন—যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন।’ সূরা ফুরকান : ৫৮

গ্রন্থটি ইউসুফ আল কারজাভি সংকলিত *আত-তাওয়াক্কুল* গ্রন্থের অনুবাদ। এখানে তিনি ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টির ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞার পাশাপাশি কুরআনুল কারিমের ভাষায় এর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও ফলাফলের বিবরণ তুলে ধরেছেন। তাওয়াক্কুলের সাথে উপায়-উপকরণের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি রাসূল ﷺ ও সাহাবিগণের তাওয়াক্কুলের পদ্ধতিরও আলোচনা করেছেন। তাওয়াক্কুলের সাথে উপকরণ অবলম্বনের সাংঘর্ষিকতার আপত্তিগুলোও খণ্ডন করেছেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে।

বইটির প্রকাশক, সম্পাদক ও প্রুফ সমন্বয়কারীসহ সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর বিনিময়ভার সোপর্দ করছি উত্তম বিনিময়দাতার উদ্দেশ্যে। বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার দ্বীনি ভাই আবদুল্লাহ ফাহাদ-এর প্রতি। মহান আল্লাহ সবার খেদমতকে ইখলাসের মোড়কে কবুল করুন।

মহিউদ্দিন কাসেমী
০১ ডিসেম্বর, ২০২০

মুখবন্ধ

আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাছিরন ত্বয়্যিবান মুবারাকান ফিহি।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের অন্যতম নৈতিক গুণ 'তাওয়াক্কুল' নিয়ে এই আয়োজন। তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে মুমিনদের কুরআন ও সুন্নাহতে বিভিন্ন আঙ্গিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মুতাওয়াক্কিলগণের পরম আদর্শ।

ঈমানের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ও বাড়াবাড়ির প্রচলন রয়েছে। কেউ কেউ তাওয়াক্কুলকে বানিয়েছেন পরনির্ভরশীলতার সমার্থক, আবার কেউ একে মনে করেন উপকরণ অবলম্বন না করার নামান্তর। আমি এখানে বিভিন্ন সুফি-সাধকের তাওয়াক্কুলের এমন ঘটনাবলির আলোচনা করেছি—যা একদিকে যেমন ইসলামের মধ্যমপন্থার সাথে সাংঘর্ষিক, অন্যদিকে মহান আল্লাহর সৃষ্টি-রহস্যের সাথেও সাংঘর্ষিক।

আমরা এখানে তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত পদ্ধতি তুলে ধরেছি—যাতে রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান; রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, জীবনের পাথেয় এবং হিদায়াতের আলো।

ইরশাদ হয়েছে–

> 'এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কী এবং ঈমান কী। কিন্তু আমি একে করেছি নুর—যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। নিশ্চয়ই আপনি সরল পথ নির্দেশ করেন। আল্লাহর পথ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। শুনে রেখ, আল্লাহ তায়ালার কাছেই সব বিষয় পৌঁছে।' সূরা শুরা : ৫২-৫২

আশা করি, পাঠকবৃন্দ এখানে তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে একটি সঠিক ধারণা পাবেন—যা আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করার পাথেয় জোগাবে। আল্লাহর ওপর ভরসার নামে হাত-পা গুটিয়ে না রেখে যথাযথ উপকরণ ও উপায় অবলম্বনের তরিকা বাতলে দেবে, যেন আমরা শরিয়তসিদ্ধ সকল উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করি আর ফলাফলের জন্য ভরসা করি সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা আল্লাহর ওপর।

> ‘শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ বরকতময়; যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।’ সূরা আরাফ : ৫৪

এ মর্মে হজরত শোয়াইব ﷺ তাঁর গোত্রকে যা বলেছিলেন, তাঁর উল্লেখ করেই মুখবন্ধটির ইতি টানছি। তিনি বলেছিলেন—

> ‘আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন; যথার্থ ফয়সালা। সূরা আরাফ : ৮৯

মহান আল্লাহর দয়ার প্রত্যাশী
ইউসুফ আল কারজাভি
জুন, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

১১	তাওয়াক্কুলের মর্যাদা
২২	তাওয়াক্কুল
৩৪	তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্র ও সংশ্লিষ্টতা
৪৩	তাওয়াক্কুল ও উপকরণ অবলম্বন
৮৯	চিকিৎসা ও তাওয়াক্কুল
১১১	আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের সুফল
১২৫	তাওয়াক্কুলের উদ্দীপক
১৩৫	তাওয়াক্কুলের প্রতিবন্ধক

তাওয়াক্কুলের মর্যাদা

তাওয়াক্কুল আত্মার ইবাদতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। এই ইবাদত ঈমানের অন্যতম অনুষঙ্গ। ইমাম গাজ্জালির মতে—এটি ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, বিশ্বাসীদের নিদর্শন এবং আল্লাহপ্রিয় বান্দাগণের ভূষণ। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের ভাষায়—এটি দ্বীনের অর্ধাংশ, আর বাকি অর্ধাংশ আল্লাহমুখী হওয়া। এর প্রতি আলোকপাত করে বলা হয়েছে—

> ‘আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তাঁর প্রতি ফিরে যাই।’ সূরা হুদ : ৮৮

ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার সমন্বিত রূপই হলো ধর্ম। তাওয়াক্কুল হলো সাহায্য প্রার্থনা করা। আর আল্লাহমুখী হওয়া একটি ইবাদত।

তাওয়াক্কুলের প্রয়োজনীয়তা

একজন মুসলিমের জীবনে তাওয়াক্কুল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিশেষত রিজিকের ব্যাপারে। কারণ, রিজিকের চিন্তা মানুষের মনকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত রাখে। এর জন্য বেশিরভাগ মানুষই শারীরিকভাবে কষ্ট সহ্য করার পাশাপাশি রাত-দিন মানসিকভাবেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। মানুষ চিন্তা করে, তার জীবিকা অন্য কোনো সৃষ্টিজীবের হাতে। তাই তো একটুখানি জীবিকার জন্য বহু মানুষ সেই সৃষ্টিজীবের কাছে মাথা নত করে, নিজের মর্যাদা লুটিয়ে দেয় এবং নিজেকে লাঞ্ছিত করে তোলে। মানুষ ভাবতে থাকে, তার ও সন্তানদের জীবিকা তার মতোই আরেকজনের হাতে। সে চাইলেই রিজিক দিতে পারে, আবার চাইলে আটকেও দিতে পারে। তার হাতেই যেন জীবন-মরণ সব; যেমনটি নমরুদ নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে ভাবত।

এক্ষেত্রে মানুষ কখনো কখনো নিজের বার্ধক্য, অসুস্থতা ও পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তায় সীমালঙ্ঘন করে ফেলে। এক পর্যায়ে ঘুস ও অবৈধ লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে। সুদকে বৈধ ভাবতে শুরু করে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন—

> ‘যে একটি অবৈধ মুদ্রা ভক্ষণ করল, সে সত্যিকারের তাওয়াক্কুলকারী নয়।’

যখন কোনো ব্যক্তি দায়ির ভূমিকা পালন করে কিংবা সমাজের কল্যাণকামী হয়, তখন তার জন্য তাওয়াক্কুল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাকে তাগুতের বিরোধিতায় নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাওয়াক্কুলের দুর্গে আশ্রয় নিতে হয়। সে অন্যায়-অবিচারের প্রতীক ফেরাউন, সীমালঙ্ঘনের প্রতিক কারুন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হামানদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, সে কখনো পরাজিত হতে পারে না।

> ‘যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের ওপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর মুসলিমদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।’ সূরা আলে ইমরান : ১৬০

কুরআনের ভাষায় তাওয়াক্কুলের মর্যাদা

‘তাওয়াক্কুল’ পরিভাষাটি কুরআনুল কারিমে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআনে তাওয়াক্কুলকারীদের বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। সেখানে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ও মর্যাদার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

● আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ-কে তাওয়াক্কুলের নির্দেশ

কুরআনুল কারিমের নয়টি আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে তাওয়াক্কুলের নির্দেশ দিয়েছেন।

তন্মধ্যে মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া আয়াতসমূহ হলো—

> ‘আর আল্লাহর কাছেই আছে আসমান ও জমিনের গোপন তথ্য, সকল কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। অতএব, তাঁরই বন্দেগি করো এবং তাঁর ওপরই ভরসা রাখো।’ সূরা হুদ : ১২৩
>
> ‘আপনি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা করুন, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন।’ সূরা ফুরকান : ৫৮
>
> ‘আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালুর ওপর—যিনি আপনাকে দেখেন; যখন আপনি নামাজে দণ্ডায়মান হন এবং নামাজিদের সাথে উঠাবসা করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।’ সূরা শুআরা : ২১৭-২২০

‘অতএব, আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন।’ সূরা আন-নামল : ৭৯

তাওয়াক্কুল

তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জবানিতে তাওয়াক্কুলকারীদের মর্যাদা অনুধাবন করার পর প্রসঙ্গত প্রশ্ন জাগতে পারে, তাওয়াক্কুল কাকে বলে? তাওয়াক্কুলের মর্ম কী?

এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য অবশ্যই তাওয়াক্কুলের বাস্তবতা অনুধাবন করা জরুরি। কখনো কখনো আমরা এমন মানুষদের দেখি—যারা নিজেদের আল্লাহর ওপর ভরসাকারী হিসেবে পরিচয় দেয়, অথচ তাদের মধ্যে প্রকৃত তাওয়াক্কুল অনুপস্থিত অথবা তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে তারা শরিয়াহর মানদণ্ডের বাইরে বিভিন্ন বাড়াবাড়িতে লিপ্ত।

তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা

তাওয়াক্কুল নিয়ে বরাবরের মতোই বিভিন্নজনের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। এর বেশিরভাগই পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। হয়তো প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিস্থিতি বা শ্রোতাদের অবস্থার আলোকে সংজ্ঞা দিয়েছেন।

কুশাইরি (রহ.) তাঁর গ্রন্থে তাওয়াক্কুলের বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) *মাদারিজ* নামক গ্রন্থে তাওয়াক্কুলের এসব সংজ্ঞা উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন মন্তব্য যুক্ত করেছেন। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে তুলে ধরছি—

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন—

> ‘তাওয়াক্কুল আত্মার ইবাদত। অর্থাৎ এটি আত্মার কাজ। এমন কাজ, যা অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় করা যায় না এবং বাহ্যিকভাবে তা অনুধাবনও করা যায় না। তাওয়াক্কুল কোনো জ্ঞান বা অনুধাবনের নাম নয়।’

আবার কেউ কেউ মনে করেন, তাওয়াক্কুল একধরনের জ্ঞান ও অনুধাবনের নাম। তারা বলেন, তাওয়াক্কুল অর্থ এ কথার জ্ঞানলাভ করা যে, স্রষ্টাই তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট।

আবার কেউ কেউ মনে করেন, তাওয়াক্কুল প্রশান্তি ও আত্মিক স্থিরতার নাম। তারা বলেন, তাওয়াক্কুল হলো স্রষ্টার কাছে এমনভাবে সমর্পিত হওয়া, যেভাবে মৃত ব্যক্তি গোসলদানকারীর হাতে অর্পিত হয়। সে তাকে যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারে। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে পুরোপুরি তাকদিরের হাতে সমর্পিত হওয়া।

হজরত সাহাল ﵀ বলেন—

> ‘তাওয়াক্কুল হলো বান্দা কর্তৃক আল্লাহর সকল সিদ্ধান্ত সাদরে গ্রহণ করা।’

আবার কেউ কেউ বলেছেন–তাওয়াক্কুল অর্থ সন্তুষ্টি প্রকাশ। তাদের মতে— তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদিরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

হজরত বিশর আল হাফি বলেন—

> ‘মানুষ বলে, তারা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছে। তারা মূলত মিথ্যা বলে। যদি তারা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করত, তাহলে আল্লাহর সকল কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করত।’

হজরত ইয়াহিয়া বিন মুয়াজ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কখন একজন মানুষ সত্যিকারের তাওয়াক্কুলকারী হবে?’ তিনি বললেন—‘যখন সে আল্লাহকে নিজের কার্যনির্বাহক হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হবে।’

আবার কেউ কেউ মনে করেন—তাওয়াক্কুল অর্থ আল্লাহর ওপর আশ্বস্ত হওয়া, আল্লাহর ব্যাপারে প্রশান্ত থাকা ও তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা।